যখন বৃষ্টি নামল

অনিরুদ্ধ রাহা

পূর্বমেঘ

অয়ন্তিকা,

চিঠি লেখা হয়নি অনেকদিন। সময়ের অভাব বলতে পারি না ... তোমার ক্ষেত্রে তো নয়ই। হয়তো বিষয়ের অভাব, অথবা নেহাৎই আলস্য! বিষয়হীনতা একটা কারণ বটে তবে তার চাইতেও বড়ো কারণ বিষয়ের অস্তিত্বেই অনীহা। কত কিছুই তো ঘটছে চারপাশে — আমরা প্রতিক্রিয়া রহিত। শুধুমাত্র তত্ত্বকথার আলোচনাতেই সীমাবদ্ধ আমাদের যাবতীয় কর্তব্যবোধ। এ এক আশ্চর্য সময়। তোমার মনে পড়ে, এই আমরাই একদিন বলেছিলাম, 'একটা বৈশাখী ঝড় এলে বেশ হয়' - তারপর কতবার ঈশান কোণ আঁধার হল কিন্তু ঝড় তো এল না আজও!

অমিতাভদাকে মনে আছে তোমার? আমাদের ঝড়ের কল্পনায় সেও তো ছিল শরীক। তার দশতলার ঘরের নিয়ন্ত্রিত শীতাতপে বৈশাখের দামাল হাওয়ার অনুপ্রবেশ আজ নিতান্তই অলীক। আবার ভাবো আমাদের প্রবুদ্ধর কথা। বইপাড়ার দপ্তরিখানার লোনাধরা চা র দেওয়ালের বাইরের কালবৈশাখী কী তার কাছে কোনও ঈঙ্গিত বহন করে আনার সম্ভাবনা রাখে আজ আর?

তবু সে একটা সময় ছিল। আমাদের সময়। আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের অকিঞ্চিতকর ইতিহাসে তার স্থানাঙ্ক অপরিবর্তনীয়।

আমার এখানে সময়ের গতি তোমাদের কল্লোলিনী তিলোত্তমার নৃত্যের ছন্দের চাইতে বেশ লঘু। এই দেখো না - একটু আগে আকাশ কালো করে বৃষ্টি হয়ে এখন রোদ উঠেছে। আমার জানলার পাশের শিরিষ গাছটার বৃষ্টি ধোয়া পাতাগুলোর ফাঁক দিয়ে তার গাঢ় বাদামি ডালগুলো সবুজকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছে। মুক্তোদানার মতো জলের উপর নরম রোদের সলজ্জ ছোঁয়া। মন্থর সময় এখানে এসব দেখতে দেয়। ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো বা হঠাৎ উঁকি দিয়ে যেতে পারে কাঞ্চনজঙ্ঘা। দূরে—কিন্তু চিনতে অসুবিধা হয় না। অপরিচয়ের অবিশ্বাস, মধ্যবর্তী জঙ্গল পাহাড়ে উঁকি দেয় না কখনোই।

আমাদের এখান থেকে দু-কিলোমিটার দূরে চা বাগানের মধ্যে প্রতি বুধবার হাট বসে। আশ্চর্য সব পণ্যের সম্ভার। তোমাদের শপিংমল-এ এত বৈচিত্র্য নেই। জামা কাপড় থেকে শুরু করে পাথরের মালা, কাঁকড়ার তেল, মাছ ধরার পিঁপড়ে, তাগা

তাবিজ, বাঘের নখ (সাধারণের বিশ্বাস), পাউডার, ফেস ক্রিম, ইঁদুর মারা ওষুধ, রাইশাক এবং মুরগি। রমনী পুরুষ ক্রেতা বিক্রেতাদের শরীরের গড়ন তোমাদের মলশোভা সুন্দরী-সুন্দরদের ঈর্ষার কারণ হতে পারে।

কবে আসবে, আমাদের হাটে মালা কিনতে?

রুদ্রনীল

রুদ্রনীল,

কলেজ থেকে ফিরে বৈশাখের পড়ন্ত বেলায় গা ভাসিয়ে কিছুই যখন করার ছিল না, ঠিক তখনই, লেটার বক্স থেকে তোমার চিঠিটা এনে দিল মোহন। আজকাল তো ইলেকট্রিক আর টেলিফোন বিল ছাড়া লেটার বক্সে আসে না কিছুই। এরই মাঝে হঠাৎ তোমার বৈশাখী মেঘ ... আর কী আশ্চর্য, ঠিক তখনই এল কালবৈশাখী! আমাদের বসবার ঘরের মেটে রঙা (উইন্টার হেজ্ বললে তুমি ঠাট্টা করতে পার!) দেওয়ালের ধারে পিতলের টবে বসানো আমার কৃত্রিম বোস্টন ফার্ন তোমার চিঠির ছোঁয়ায় হঠাৎই সজীব হয়ে উঠল। কালবৈশাখীকে ঘরে আনতে খুলে দিলাম জানলা। কিন্তু পাশের বাড়ির মিউজিক সিস্টেম থেকে ছিটকে এল ফিউশন ব্যান্ডের অট্টরোল। তবু জানলা বন্ধ না করে পিতলের টব নিয়ে রাখলাম জানলার বক্সে। হয়তো কখনও অকৃত্রিম হয়ে উঠবে আমার কৃত্রিম বোস্টন ফার্ন ... হয়তো!

অমিতাভদার সাথে দেখা হয়েছিল একদিন। কী অবলীলায় বর্ণনা করে গেল পেন্সিলভেনিয়ার শিক্ষা ব্যবস্থার ভালো মন্দ! ডেট্রয়েটের থেকে নেব্রাস্কার সুযোগ সুবিধা যে এত বেশি, তা শুনে আমি তো মুগ্ধ! বলল ছেলেকে পাঠাবে এই বছরেই আর মেয়ে যাবে দু-বছর পর।

তোমার নিমন্ত্রণ আর চা বাগানের হাট আমাকে ডাকছে। কিন্তু কলেজে এই সময়ে পর পর পরীক্ষা আর খাতা দেখা—তুমি তো জানই। প্রান্তরেরও এই সময়ে অফিসের কাজে পরপর বিদেশ যাত্রার যোগ। সুতরাং একটু অপেক্ষা করা ছাড়া গতি নেই। তোমার শিরীষের ডালে শরতের আলো পড়ুক, তারপর আমরা হাটে যাব।

(জনান্তিকে) মালা কেনার বাসনা আমার আর থাকা উচিত কি? তবু, তুমি ভাবছ জেনে ভালো লাগল!

অয়ন্তিকা

অয়ন্তিকা,

ভুটান পাহাড়ের কোলে মেঘ জমতে শুরু করেছে। নববর্ষার প্রতীক্ষায় অধীর অরণ্য পাহাড়। বর্ষা এখানে কিশোরীর মতো হঠাৎ উচ্ছল। তার অনুরাগের অবুঝ ধারা ভিজিয়ে দেয় পাহাড় জঙ্গলের প্রতীক্ষার প্রহর। ভেজাতেই থাকে। রাঙা বস্তি

পার হয়ে, পান্না সবুজ মাঠ পেরিয়ে, অরণ্যরেখার মাথা ছাড়িয়ে যে বুড়ো পাহাড়টা সারাটা বছর দাঁড়িয়ে থাকে, হতবাক ; বৃষ্টিভেজা রাতের আঁধারে তার চোখেও ভর করে আসে ফেলে আসা যৌবনের স্মৃতি। বর্ষা এখানে এমনই।

তোমার মনে পড়ে, এক বর্ষার বিকেলে সারা কলকাতার জমা জল পেরিয়ে বালিগঞ্জ বিজ্ঞান কলেজ থেকে কলেজস্ট্রিট ক্যাম্পাসে গিয়েছিলাম সুবর্ণরেখা দেখতে। তোমাদেরও কথা ছিল যাবার। কিন্তু রাস্তায় জল দেখে তোমরা গেলে না। পরের দিন তোমাদের ঋত্বিক অনুরাগ নিয়ে খুব সমালোচনা করেছিলাম। আনন্দ হয়েছিল তোমাদের অপ্রতিভ মুখের দিকে চেয়ে—আমার ছেলেমানুষি। তোমাদের অপরাধবোধও ছিল ছেলেমানুষি। তবে, আজ মনে হয়, এইসব ছেলেমানুষিগুলোই আমাদের যান্ত্রিক করে তুলতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা আজও অযান্ত্রিক। আমরা? আমরা কেউ কেউ। তাই আজও সময়ের ঝরা পাতার উপর আলতো পায়ে চলতে চলতে বুড়ো পাহাড়টার গায়ে কিশোরী মেঘের হঠাৎ ছোঁয়া, দোলা দিয়ে যায়।

তোমার আসার দিন গুনছি। প্রান্তরের বিদেশ ভ্রমণ আর তোমার কলেজের পরীক্ষা তাড়াতাড়ি শেষ হোক।

মালা কেনার বাসনা সময়ের সীমারেখাকে অতিক্রম করার স্পর্ধা রাখে সব সময়েই।

রুদ্রনীল

রুদ্রনীল,

তোমার কিশোরী নববর্ষার এতদিনে নিশ্চয়ই ভরা যৌবন। বর্ষা এসেছে আমাদের এখানেও। নিতান্তই আটপৌরে ছাপোষা গৃহস্থ বর্ষা। প্রাত্যহিকতার গ্লানি ধুতে মুছতেই কোথা থেকে যে পার হয়ে যায় ২২ শ্রাবণ, তার হিসাব মেলা ভার। এখানে বর্ষা যাবতীয় নাগরিক আবর্জনা ধুয়ে কোথায় যে নিয়ে যাবে ভেবেই পায় না। তাই ও পাড়ার জঞ্জাল এসে জমে এ পাড়ার নর্দমায়। এঁদো গলির এ বর্ষার কী বা কৈশোর, কী বা যৌবন! দৈনন্দিনতার শ্রান্তিতে তার অকাল বার্ধক্য।

রাভা বস্তি পার হয়ে পান্না সবুজ মাঠ পেরিয়ে নিবিড় অরণ্যরেখার মাথা ছাড়িয়ে যে পাহাড়, তাকে বুড়ো বললে কেন? এক অবসন্ন বিপন্নতা এসে ভর করে। আমি বুঝতে পারি না ... সময় আর বয়স কি সর্বদাই সমানুপাতিক? বরং তুমি বলতে পার কিশোরী মেঘের হঠাৎ ছোঁয়ায় পাহাড়টার অভিজ্ঞতার ঝুলি ভিজে যায়। সেই ভেজা ঝুলি তপ্ত দিনযাপনের গ্লানিতে ক্ষণিক শীতলতার আশ্বাস বহন করে।

আমাদের নাগরিক পথ চলায় সেটুকু আশ্বাসও তো দুর্লভ। প্রতিদিন অচেনা হয়ে

যাচ্ছে চারপাশের চেনা মানুষগুলো। যাদবপুরের অরিত্রকে মনে পড়ে তোমার? মাঝে মাঝে আসত আমাদের ক্যান্টিনের আড্ডায়। ওর চোখ জুড়ে তখন শুধুই জিওলজির মধুমিত্রা। কবিতা লিখত। তোমার সাথে একদিন জোর তর্ক হল। বিলায়েৎ আর রবিশঙ্কর নিয়ে। সেই শান্ত শান্ত ছেলেটা। তোমার মনে থাকবে হয়তো, ও চলে গিয়েছিল লুইজিয়ানায়। বছর তিনেক আগে ওর সাথে আবার হঠাৎই যোগাযোগ হল আমাদের সায়ন্তন - এর মাধ্যমে। অরিত্র আর ওর বউ সুনেত্রা, ওরা দুজনেই গ্রিন কার্ড হোল্ডার। ভারী মিষ্টি একটা ছোট্ট মেয়ে ওদের। অরিত্রর নাকি আগে বিয়ে হয়েছিল একজনের সাথে। দু-বছর পর ওদের ডিভোর্স হয়ে যায়। তারপর সুনেত্রার সাথে বিয়ে এবং একবছর পর মেয়ে। ভালো লেগেছিল ওদের দেখে। তারপর গত তিনবছরে আরও তিন চারবার যোগাযোগ হয়েছে। ওরা নাকি বছরে দু'বার ভারতে আসে। মাস তিনেক আগে সায়ন্তন একদিন ফোনে প্রান্তরের এক বন্ধুর নম্বর চাইল। বন্ধুটি এক লব্ধ প্রতিষ্ঠ ক্রিমিনাল ল য়ার। অবাক হয়ে জানতে চাইলাম কী প্রয়োজন তাকে? জানলাম অরিত্র-সুনেত্রার অজানা ইতিবৃত্ত।

প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিন পেগ হুইস্কির পর থেকে শুরু হয় সুনেত্রাকে মার। রাত বাড়ে—পেগ বাড়ে—মার-এর পরিমাণও বাড়তে থাকে। ঘন্টা চারেকের এই রুটিনের পর অরিত্র আদায় করে নেয় তার স্বামীত্বের পাওনা। পুরো ঘটনাটাই ঘটে চার বছরের ফুটফুটে মেয়েটার সামনে। ওদেশে বার চারেক পুলিশে ধরেছে অরিত্রকে। সুনেত্রাই ছাড়িয়ে আনে। এখন অরিত্র চাইছে না ওকে আর লুইজিয়ানায় নিয়ে যেতে। ওদের মেয়ে জন্মসূত্রে ওদেশের নাগরিক। তাকে নিয়ে যেতে চায় অরিত্র। সুনেত্রার কোনও রোজগার নেই। সে কি পারবে মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে? এইসব জানতে উকিল প্রয়োজন। অরিত্রর নাকি চারজন বান্ধবী। একজন ভারতে, তিনজন ওদেশে। তাদের মধ্যে একজন ওর ডিভোর্স করা বউ!

বিশ্বাসের অস্তিত্বের শিকড় আলগা হয়ে যায়। অরিত্র আমাদের বন্ধু ছিল। ভালোবেসেছিল মধুমিত্রাকে! তোমার নববর্ষা কি পারে অরিত্র-সুনেত্রাকে স্নান করাতে? সে কি পারে না ওই ছোট্ট মেয়েটাকে তার সজল মেঘের ছায়ায় আশ্রয় দিতে? ওকে দাও না এনে আমার কাছে! আমার সাজানো ঘরে অন্ততঃ এক টুকরো ছোট্ট জীবন খেলে বেড়াক!

অয়ন্তিকা

অয়ন্তিকা,

কী লিখব তোমায়? তোমার কোনো প্রশ্নেরই যে উত্তর নেই আমার কাছে। বয়স বাড়ছে—'উত্তর' শব্দটার অস্তিত্ব অভিধানের বাইরে আদৌ আছে কি না, এ সন্দেহ

ক্রমেই দানা বাঁধছে মনে। বরং তোমাকে মেঘের গল্প বলি—

এক যে ছিল মেঘ। আর তার ছিল ... কে ছিল? কে ছিল? নাঃ, তার ছিল না কেউ। সীমাহীন আকাশের বুকে অসীম শূন্যতায় ভেসে বেড়াত, উদ্দেশ্যবিহীন। উদ্দেশ্যবিহীন? দূরের পৃথিবীটা - ছোট্ট ছোট্ট ঘর - তাকে হাতছানি দিত মাটির কাছে আসতে, প্রাণের কাছে যেতে। কিন্তু সে যে মেঘ। সবাই তাকে দেখত আকাশের বুকে, তার বুকের খবর রাখত না কেউ।

কোন বিস্মৃত অতীতে কবি তাকে করেছিলেন দূত। আষাঢ়ের প্রথম দিনে এক তাপিত হৃদয়ের বার্তা সে এনে দিয়েছিল আর এক তৃষিত হৃদয়ের উপান্তে।

তারপর কেটে গেছে পৃথিবীর অনেক রাত্রি আর দিন। সভ্যতার উত্তরণের ইতিহাস - বন কেটে বসত-পাহাড় ভেঙে পথ—নদীস্রোত রোধ করে বাঁধ - ফসল ফলানোর প্রযুক্তি - অসীমের রহস্যটাকে উপড়ে আনতে মহাকাশ যান। এতসব উত্তরণের মাঝে কোন বিস্মরণের অতলে হারিয়ে গেল সেই মেঘ। কেউ খবরই রাখল না তার। প্রয়োজনই নেই কোনও। উপগ্রহ মাধ্যমে ধারাবাহিক সংবাদ আদান প্রদানের যুগে বার্তাবহ মেঘ এক প্রাগৈতিহাসিক অশিক্ষার নিদর্শন।

কিন্তু সেই যে মেঘ - সে তো আজও তার বুকে বয়ে বেড়ায় বিক্ষত প্রেমের স্মৃতি! চূড়ান্ত অবহেলার অভিমানে, সেই যে ছিল মেঘ—চলে গেল দূর থেকে দূরে—কতদূরে কেউ জানে না।

গল্পটা এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু সে যে ছিল মেঘ। অভিমানের বাষ্পভরা সবটুকু কান্না বুকে নিয়ে সে উড়ে চলল আর উড়ে চলল। তারপর ...? বলব আর এক দিন ... কোনো এক নিভৃত অবসরে, যখন রাতের জ্যোৎস্না তার হিম হিম আলোয় ভিজিয়ে দেবে সেই মেঘের শরীর। যখন ঢিকমিক জোনাকিরা মিশে যাবে দিগন্তে ঝিকিমিকি তারাদের সাথে ... বলব তখন। তুমি শুনবে তো?

রুদ্রনীল

রুদ্রনীল,

তোমার কান্নাভেজা মেঘের কাহিনি যে ভারী করে তুলল দু-দুটো হিতাচি এ.সি. শোভিত প্রান্তরের বসার ঘরের হাল্কা বাতাস। তার চাইতে তো ভালো ছিল তোমার নববর্ষার কিশোরী প্রেমের সলজ্জ আখ্যান। শ্বাস নিতে পেরেছিলাম বৃষ্টিভেজা মাটির সোঁদা গন্ধে। কেন শুরু করলে না পাওয়ার গল্প? কেন মেলে ধরলে না মেলা যত জটিল জ্যামিতিক সমস্যা? না পাওয়া, হিসাব না মেলা যত রাত্রি আর দিন, সত্য। প্রান্তরের এই বসার ঘর, পিতলের টবে আমার কৃত্রিম বোস্টন ফার্ন, অমিতাভদার নিখোঁজ স্বপ্ন এবং স্বপ্ন ভুলিয়ে দেওয়া ডেট্রয়েট - নেব্রাস্কার সম্মোহন, কলকাতার